তিউনিসিয়ার ইতিহাস

(রাজনীতি ও অভ্যুত্থান–ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

তিউনিসিয়ার ইতিহাস

(রাজনীতি ও অভ্যুত্থান–ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

মূল
ড. রাগিব সারজানি

বাংলা রূপান্তর
আবদুস সাত্তার আইনী

মাকতাবাতুল হাসান

তিউনিসিয়ার ইতিহাস
(মূলগ্রন্থ : কিস্‌সাতু তিউনিস মিনাল বিদায়াতি ইলা সাওরাতি ২০১১)
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮
সর্বশেষ সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
✆ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯
বাংলাবাজার শাখা : ৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক
niyamahshop.com - rokomari.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
ISBN : 978-984-8012-15-4

মূল্য : ২৪০/- টাকা মাত্র

Tunisiar Itihas
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabatulhasan
www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

আল্লাহর পথে দাওয়াতি কাফেলার উদ্দেশে...
আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে তাদের শ্রম-ঘাম-ত্যাগ কবুল হোক...

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

লেখকের কথা ৯

অনুবাদকের কথা ১১

ইতিহাসের এক ঝলক

ইসলামি বিজয় ১৮

তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাস ৩০

তিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারত্ব

ফ্রান্সের দখলদারত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া ৩৫

তিউনিসিয়ায় ফরাসি দখলদারত্বের সাংস্কৃতিক প্রভাব দখলদার শাসনকালে সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ৪০

তিউনিসিয়ায় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা

এসব স্বপ্ন ও অঙ্গীকার কি বাস্তবতার মুখ দেখেছিল? ৪৪

কে এই বুরগিবা? ৪৫

তিউনিসিয়া থেকে ইসলামকে বিলুপ্তকরণ ৪৭

হাবিব বুরগিবা ও ইসলামবিরোধী লড়াই ৪৯

ইসলামের হুকুম-আহকামের পরিবর্তন ৫৩

হিজাব যখন অপরাধ ৫৫

যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি

শ্বেত বিপ্লব বা ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব ৬৪

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ৬৫

স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র ৬৬

তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থা ৬৮

তিউনিসিয়ার আন-নাহদা ইসলামি আন্দোলন ৬৯

আশির দশকের বিপর্যয় ৭১

প্রগতিশীল ইসলামপন্থীরা ৭৪

নব্বই দশকের বিপর্যয় ৭৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অরাজকতার মুখে জাগরণ

তিউনিসিয়ায় হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কয়েকটি চিত্র ৮০

অরাজকতা ও ভাঙন ৮৩

স্বৈরাচারী শাসনের সমাপ্তি ৮৩

বিপ্লবের পটভূমি ৮৪

বিপ্লব!

ঘটনার ঘনঘটা ৯৬

আমি আপনাদের বুঝেছি ১০২

বিন আলির পলায়ন ১০২

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মহাঘটনা ১০৯

প্রথম পয়েন্ট ১০৯

দ্বিতীয় পয়েন্ট ১১০

তৃতীয় পয়েন্ট ১১২

চতুর্থ পয়েন্ট ১১৬

পঞ্চম পয়েন্ট ১১৯

ষষ্ঠ পয়েন্ট ১২০

তিউনিসীয় জাতির বিপ্লবের রহস্য উন্মোচনে কতিপয় ব্যাখ্যা ১২০

ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে তিউনিসিয়ার অবস্থান কী ১২১

কিন্তু অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের অবস্থা কী? ১২২

সপ্তম পয়েন্ট ১২৫

অষ্টম পয়েন্ট ১২৮

নবম পয়েন্ট ১৩১

দশম পয়েন্ট ১৩৮

পরিসমাপ্তি

লেখকের কথা

তিউনিসিয়ার বিপ্লব মুসলমানদের অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। আমাদের সময়ে এটি একটি অনন্য ঘটনা। যখন মুসলিম উম্মাহ তাগুত প্রেতাত্মাদের দ্বারা আক্রান্ত। তারা অধিকাংশ মুসলিম দেশ শাসন করছে। মুসলিম দেশগুলো থেকে স্বৈরাচারের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্যই এই বিপ্লব। এ-স্বৈরতন্ত্রের বীজ ছিল জুলুম ও উৎপীড়ন এবং ফসল ছিল নৈরাজ্য ও অরাজকতা। তিউনিসিয়ার বিপ্লব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের জন্য একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ...সময় তার প্রসার ঘটিয়েছে, গোপনীয় রাখেনি। তা নিয়ে গর্ব করেছে, তাকে অস্বীকার করেনি। ...তারপর কিছু দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন—

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

"আমি মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই।"

তিউনিসিয়া এখন সকলের দৃষ্টি মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। তিউনিসিয়ার বিপ্লব নিয়ে তাত্ত্বিকগণ, বিশ্লেষকগণ, রাজনীতিবিদগণ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি পয়েন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের আরব বিশ্বে তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে এমন বিপ্লব আমরা খুব কমই দেখেছি। যদিও আমরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ অনেক দেখেছি।

এ-জন্য আমাদের কিছুটা সময় ও বিরতি প্রয়োজন যাতে আমরা এই মহাঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি। আমি স্বাভাবিক রীতিতেই আমার গ্রন্থাবলি ও বক্তৃতাসমূহে যা উল্লেখ করে থাকি অর্থাৎ, ইতিহাসের পাতায় প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আমাদের পক্ষে ঘটনার অনুধাবন ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত রীতিনীতি না বুঝে এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা জানা যাবে আল্লাহর কিতাব থেকে, রাসুলের সুন্নাহ থেকে যেমন, আরও জানা যাবে ইতিহাসের পাঠ থেকে, অনুরূপ ঘটনাবলি ও তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে, কাহিনির মূল ও মর্মে ফিরে গিয়ে এবং কুরআনুল কারিমের নিম্নবর্ণিত আয়াত বিশ্লেষণ করে—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"এবং বৃত্তান্ত বিবৃত করো, যাতে তারা চিন্তা করে।"

এভাবেই এই বইটি লেখার চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। বইটিতে মহান দেশ তিউনিসিয়ার শুরুর ইতিহাস রয়েছে, দেশটি ইতিহাসের নানান ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ঘটনাবলির সাক্ষী হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে এবং শেষে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের বিপ্লবের ঘটনাও বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ভাগে আমরা বিপ্লবের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এবং একইসঙ্গে প্রিয় তিউনিসিয়ার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। আল্লাহর নির্ধারিত রীতিনীতি ও সুন্নাহের জ্ঞানই আমার আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তি।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করুন।

— ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদকের কথা

রাগিব সারজানি এ-বইটি মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে রচনা করেছেন। তিউনিসিয়ার বিপ্লবের ফলাফল কী হতে পারে এবং অন্যান্য দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কীভাবে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। বইটি লেখার ৮ বছর পর এখন দেখা যাচ্ছে যে, আরব বিশ্বের বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে তিনি যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা প্রায় শতভাগ মিলে গেছে। তিনি নিজের দেশ মিসরে বিপ্লব আসন্ন বলে আশা করেছেন। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, এসব বিপ্লবের ফসল ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা ঘরে তুলতে পারবে না, পারলেও তা ধরে রাখতে পারবে না। মিসরে তো তা-ই ঘটেছে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী একনায়ক হুসনি মুবারকের পতন ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচনে ইসলামি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইখওয়ানুল মুসলিমের নেতা মুরসি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেও এক বছরের বেশি তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। সামরিক জান্তা তাঁকে হটিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখলে নিয়েছে এবং ইসলামি আন্দোলনের শত শত কর্মীকে হত্যা করেছে। লিবিয়াতে স্বৈরাচারী মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতন ঘটলেও ইসলামপন্থীদের ভাগ্যে সুফল আসেনি। সিরিয়ায় এখনো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে; লাখ লাখ মানুষ নিহত ও উদ্বাস্তু হয়েছে।

রাগিব সারজানি বলেছেন, বিপ্লবের ফসল ঘরে তুলতে হলে এবং তা ধরে রাখতে হলে যথাযথ প্রস্তুতি প্রয়োজন। সে-প্রস্তুতি ইসলামপন্থীদের নেই। তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বইটির একটি অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, স্বৈরাচারী শাসকেরা মুসলমানদের জাতিসত্তা ও পরিচয়কে ধ্বংস করতে চাইলে প্রথমে তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। এতে সফল হলে তাদের সামনে পরবর্তী পথ সুগম হয়ে ওঠে। তারা ইসলামি নিদর্শনসমূহের ওপর আঘাত হানে।

লেখকের বক্তব্য ও সতর্কবাণী থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আবদুস সাত্তার আইনী
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
abdussattaraini@gmail.com

ইতিহাসের এক ঝলক

তিউনিসিয়া (তিউনিসীয় প্রজাতন্ত্র) আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে জিব্রাল্টার প্রণালি ও সুয়েজ খালের মধ্যবর্তী স্থানে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র। তিউনিসিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে প্রজাতন্ত্রী লিবিয়া এবং পশ্চিমে রয়েছে আলজেরিয়া। রাজধানীর নাম তিউনিস। দেশটির আয়তন ১৬৩৬১০ বর্গ কিলোমিটার। তিউনিসিয়ার চল্লিশ ভাগ ভূমি মরু অঞ্চল; বাকি অংশ সমুদ্র-সংযুক্ত উর্বর সমভূমি। তিউনিসিয়া তার ইতিহাসজুড়ে কার্থেজে ফিনিসীয় জাতির যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করেছে। রোমান শাসনামল থেকে তা ইফ্রিকিয়া[১] ভূখণ্ড হিসেবে

[১] মধ্যযুগে আরবগণ রোমান সাম্রাজ্যের যে-আফ্রিকান ভূখণ্ড জয় করে নিয়েছিলেন তাকে তাঁরা ইফ্রিকিয়া বলতেন। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ত্রিপোলি, কায়রাওয়ান ও কার্থেজ এর অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশ বর্তমানে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত। ইফ্রিকিয়ার শাসনব্যবস্থার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

ইফ্রিকীয় আমিরাত বা উত্তর আফ্রিকায় আমিরের শাসন :

১.নিকুর আমিরাত, রিফ, বর্তমান মরক্কো, ৭১০-১০১৯

২.ইফ্রিকিয়া আমিরাত, আগলাবি ইফ্রিকিয়া, বর্তমান তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, সিসিলি, মরক্কো ও লিবিয়া, ৮০০-৯০৯

৩.তিউনিস আমিরাত, হাফসি ইফ্রিকিয়া, বর্তমান তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও লিবিয়া, ১২২৯-১৫৭৪

৪.জাব আমিরাত, বর্তমান আলজেরিয়া, আনুমানিক ১৪০০ (স্বল্পকাল স্থায়ী)

৫.তারারজা আমিরাত, বর্তমান মৌরিতানিয়া ১৬৪০-১৯১০ দশক

৬.হারার আমিরাত, বর্তমান ইথিওপিয়া, ১৬৪৭-১৮৮৭

৭.সিরেনাইকা আমিরাত, বর্তমান লিবিয়া, ১৯৪৯-১৯৫১

আমিরাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ-সকল ভূখণ্ড ছিল রোমান সাম্রাজ্যের আফ্রিকান অংশ।

পরিচিতি পায়। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানরা তিউনিসিয়া জয় করে এবং কায়রাওয়ান[২] নগরীর গোড়াপত্তন করে। এখনও পর্যন্ত এটি তিউনিসিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর।

তিউনিসিয়া প্রাচীনকালে তারশিশ নামে পরিচিত ছিল। মুসলমানরা সেখানে আবাসস্থল ও ভবনাদি নির্মাণ এবং উদ্যান ও বাগান তৈরির পর তার নাম হয়ে গেল তিউনিস। এটি একটি বার্বার শব্দ; অর্থ হলো বারযাখ বা মধ্যবর্তী স্থান। তিউনিসিয়ার ভূমিতে বহু সভ্যতা ধারাবাহিকভাবে সময় যাপন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বার্বার সভ্যতা, ফিনিসীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও আরব ইসলামি সভ্যতা। প্রতিটি সভ্যতাই তাদের নাগরিক জীবনের অবশিষ্টাংশ ও উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক নিদর্শন রেখে গিয়েছে।

প্রাপ্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক নথি ও নিদর্শন ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীনকালে তিউনিসিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলো বার্বার জাতি ও গোত্রসমূহের আবাসভূমি ছিল। তিউনিসিয়ার উপকূলীয় ভূমিতে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; কার্থেজ নগরীতে যে-সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছিল তার জীবৎকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। ফিনিসীয় জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন সুর[৩] নগরী থেকে। সুর নগরী বর্তমান সময়ে লেবাননে অবস্থিত।

ফিনিসীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কার্থেজের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করছিল; অবশেষে তা ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রী বণিকেরা ইফ্রিকিয়ার উপকূলে এমনকি সিয়েরা লিওন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। কার্থেজ তার বিস্তৃত বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বিপুল ঐশ্বর্যরাশিতে টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল। এই নগরীর একটি পরামর্শসভা ও নাগরিক সমিতি ছিল। পরবর্তী সময়ে কার্থেজের যাবতীয় কর্তৃত্ব বিচারকমণ্ডলী ও বাৎসরিক নির্বাচনে মনোনীত দু-জন শাসকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এই দু-জন শাসকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিবাদ এবং

[২] ভিন্ন উচ্চারণ : কায়রওয়ান, কায়রোয়ান।

[৩] Tyre, Lebanon.

তাদের রাজনৈতিক সংঘাত কার্থেজকে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দেয়।

কার্থেজ খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সার্ডিনিয়া, মাল্টা ও বালিয়ারিক দ্বীপসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল; একইভাবে সিসিলির ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। রোমান নেতৃবৃন্দ ও কয়েকটি গ্রিক নগরীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কার্থেজ এ-আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু ৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হিমেরা যুদ্ধে[৪] পরাজয়বরণের কারণে কার্থেজ সিসিলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে কার্থেজ ভূমধ্য সাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। ফলে রোমানরা কার্থেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং একে তাদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ হয়; এগুলো পিউনিক যুদ্ধ[৫] হিসেবে পরিচিত। এ-যুদ্ধগুলোর শুরুতেই কার্থেজ সিসিলিকে হাতছাড়া করে। অব্যবহিতের পরেই কার্থেজকে তার শক্তিবলয়গুলোর অভ্যন্তরে মারাত্মক ধরনের ভাগ-

[৪] Battle of Himera (480 BC).

[৫] প্রাচীন রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘটিত তিনটি যুদ্ধকে একত্রে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। পিউনিক কথাটি লাতিন পুনিকি শব্দ থেকে এসেছে। লাতিন ঐতিহাসিকেরা কার্থেজের অধিবাসীদের পুনিকি অর্থাৎ ফিনিসীয়দের উত্তরসূরি বলে ডাকতেন। পিউনিক যুদ্ধগুলোর মূল কারণ ছিল বিদ্যমান কার্থেজীয় সাম্রাজ্য এবং সম্প্রসারমান রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অভিলাষের সংঘর্ষ (clash of interests)। প্রথমে রোমানেরা সিসিলি দ্বীপ দখলের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সিসিলির একাংশ ছিল কার্থেজীয়দের দখলে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ যখন শুরু হয়, কার্থেজ ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান শক্তি। তাদের ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলজুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য। অন্যদিকে রোম ছিল ইতালীয় উপদ্বীপে দ্রুত উন্নয়নশীল শক্তি। দুই পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যুর পর যখন তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের অবসান হয়, রোম কার্থেজীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণদখল নেয় এবং কার্থেজ শহর ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রধানতম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। একই সময়ে রোম পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধ ও রোমান-সিরীয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়। কার্থেজের পতন ছিল ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল। এর ফলে আধুনিক বিশ্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উত্তরণ আফ্রিকার বদলে ইউরোপের হাত ধরে সম্পন্ন হয়।

বাটোয়ারা করতে হয়। তার কারণ ছিল এই যে, ভাড়াটে সৈনিকদের[৬] মধ্যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, অথচ কার্থেজ ভাড়াটে সৈনিকদের ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। হেমিলকার বার্সা (Hamilcar Barca)[৭] স্পেনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ফলে তিনি বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন এবং তার দেশকে সিসিলির ওপর কর্তৃত্ব হারানো থেকে রক্ষা করেন। স্পেনের ওপর কার্থেজের আধিপত্য বিস্তার আবারও রোমানদের শঙ্কিত করে তোলে এবং দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে (খ্রিষ্টপূর্ব ২১৮-২০২) অবতীর্ণ হতে প্ররোচিত করে। বিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি হানিবাল বার্সা (Hannibal Barca)[৮] ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ। কিন্তু কার্থেজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ায় তাঁর কাছে সাহায্য পৌঁছায়নি। ফলে কার্থেজের শক্তিগুলো বিপর্যয়কর পরাজয়ের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজ তার প্রায় সব যুদ্ধজাহাজ ও ইফ্রিকিয়ার বাইরের সাম্রাজ্যকে হারায় এবং এ-কারণে বিপুল অর্থদণ্ডের বিনিময়ে রোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়।

তারপরও কার্থেজের ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত থাকে এবং বিস্তৃতি লাভ করে। আবারও তার শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় ও সংহত হয়। ভীতি ও আশঙ্কা রোমকে পুনরায় তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করে, ফলে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ (১৪৬-১৪৯ খ্রিষ্টপূর্ব) সংঘটিত হয়। কার্থেজকে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিয়ে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। কার্থেজ নগরীও পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সম্রাট জুলিয়াস সিজার কার্থেজের পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং নগরীটির ল্যাটিন নাম দেন Colonia Julia Carthago অর্থাৎ, কার্থেজের জুলিয়াসীয় উপনিবেশ। কিন্তু সম্রাট অগাস্টাস জুলিয়াস সিজারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নগরীর নির্মাণকাজ সরকারিভাবে শুরু হয়নি।

এলাকাটি দ্রুত ফলে ও ফসলে এবং শস্য ও শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের ইফ্রিকিয়া অংশ কৃষি-উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে গম ও যাইতুন তেল।

[৬] বাহিনীর নিয়মিত সৈনিক না; বরং ভাড়া ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধ করে থাকে—এদেরকে মার্সেনারি সৈনিক বলা হয়।

[৭] কার্থেজীয় সেনাপতি (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫-২২৮)।

[৮] খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৭-১৮৩। জেনারেল কমান্ডার-ইন-চিফ অফ কার্থেজিয়ান আর্মি।

রোমানদের নির্মিত শহরপুঞ্জের ঘন জালে এলাকাটি ঢেকে যায়। এসব শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে, মানুষকে অভিভূত করে।

ইফ্রিকিয়া (তিউনিসিয়া) ছয় শতাব্দীব্যাপী অনন্য ঐশ্বর্যশালী আফ্রিকায় রোমান সভ্যতার আবাসভূমি ছিল। কারণ তিউনিসিয়া ছিল প্রাচীন বিশ্বের সংযোগস্থল; সব পথ এখানে এসে মিশেছিল। তিউনিসিয়ায় ঔপনিবেশিক যুগে স্থানীয় দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা ছিল রোমান দেব-দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কার্থেজীয়দের দেবতা বাআল হামুন[৯] ও দেবী তানিত[১০]-এর উপসনার ধারাবাহিকতায় কিছু দেব-দেবীর পূজাও করা হতো। যেমন : রোমান দেবতা স্যাটার্ন[১১] ও রোমান দেবী জুনো[১২]। এ-ইফ্রিকিয়া এলাকাটি ফলে ও ফসলে ভরপুর হওয়ায় এবং প্রাচীন বিশ্বের সংযোগস্থল হওয়ার কারণে শুরুর দিকেই এখানে ইহুদিরা এসেছিল এবং বাসস্থান ও সমাজ নির্মাণ করেছিল।

এরপর খ্রিষ্টধর্মেরও প্রসার ঘটে। শুরুতে তা ওখানকার অধিবাসীদের বড় কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ওখানে নতুন ধর্মের জন্য শেকড় বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমে কার্থেজ খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক রাজধানী হয়ে ওঠে এবং এ-অবস্থাই অব্যাহত থাকে। অবশেষে মুসলিম সেনাপতি হাসসান বিন নু'মান ৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে (৭৯ হিজরিতে) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কার্থেজ জয় করতে সক্ষম হন।

ইসলামি বিজয়

[৯] আবহাওয়া ও শস্য-উর্বরতার দেবতা। একে দেবতাদের দেবতাও বলা হয়।

[১০] মাতৃত্ব, উর্বরতা, বর্ধন ও জীবনৈশ্বর্যের দেবী। একে বাআল হামুনের পাশে রাখা হতো।

[১১] সম্পদ, কৃষি, স্বাধীনতা ও সময়ের দেবতা।

[১২] বিবাহ ও সন্তানের দেবী।

ইফ্রিকিয়া অর্থাৎ বর্তমানকালের তিউনিসিয়া খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে বাইজানটিয়ানদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। পূর্ব জার্মানির আদিবাসী গোষ্ঠী ভ্যান্ডালদের হিসেব অনুযায়ী বাইজানটিয়ান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়াকে তাঁর কর্তৃতাধীন এনেছিলেন। বাইজানটিয়ান শাসন কিছু এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমের অন্যান্য এলাকা রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ ছিল না। বার্বার জাতির গোত্রগুলো জোটবদ্ধ এসব এলাকা শাসন করত।

উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রথমদিকের অনুসন্ধানী অভিযানগুলোর সূচনা হয়। তিনি ইফ্রিকিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে মদিনায় লোকদের সমবেত করেছিলেন। অভিযানের নেতৃত্বে ভূষিত করেছিলেন তৎকালীন মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আবু সার্হকে[১৩]। এই অভিযানের নাম ছিল আবদুল্লাহদের অভিযান বা গাযওয়াতুল আবাদিলাহ[১৪]। এই যুদ্ধে

[১৩] আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সার্হ। হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উসমান বিন আফফান (রা.)-এর দুধভাই। তাঁর খিলাফতকালে মিসরের গভর্নর। গভর্নর থাকাকালে (৬৪৬-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) একটি শক্তিশালী মিসরীয়-আরব নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। আফ্রিকা-বিজেতা। যাত-আস-সাওয়ারি যুদ্ধে (Battle of the Masts/معركة ذات الصواري) রোমান শক্তিকে পরাজিত করেন; নৌযুদ্ধে বাইজানটিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যান্সের বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে ছাড়েন। মিসর বিজয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ব্যূহের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুতার যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী ওয়াহাব বিন সা'দ (রা.)-এর ভাই। ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ত্রিপলি দখল করেন এবং লিবিয়াকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

[১৪] উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফতকালে এই যুদ্ধে মুসলমানগণ স্বেতলা বা সুফেতুলা (Sbeitla or Sufetula) শহরটি জয় করেছিলেন। বর্তমানে শহরটি উত্তর-কেন্দ্রীয় তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। এটি সুফেতুলা যুদ্ধ (Battle of Sufetula/معركة سبيطلة) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। রোমান সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন গ্রেগরি দ্য পার্টিশিয়ান (Gregory the Patrician) এবং তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশি। তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হন। আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সার্হ (রা.) শত্রুপক্ষের দুর্গবাসী ও মাদায়িনবাসীদের সঙ্গে এক লাখ রিত্ল স্বর্ণের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করেন। এ-যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন সা'দ ছাড়া আরও ছয়জন সেনাপতি ছিলেন, তাঁদেরও নাম ছিল আবদুল্লাহ। তাঁরা হলেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.),

ইসলামি-আরব সেনাবাহিনী ২৭ হিজরিতে/৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেগরির নেতৃত্বাধীন বাইজানটিয়ান বাহিনীকে উকুবাহ নামক স্থানে পরাজিত করে। এরপর ভয়ংকর ফেতনা (আল-ফিতনাতুল কুবরা, উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী ফেতনা) শেষ হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকায় অনুসন্ধানী অভিযান মুলতবি থাকে।

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুআবিয়া বিন হুদাইজ আস-সাকুনী দুটি অভিযান পরিচালনা করেন; একটি ৪১ হিজরিতে/৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপরটি ৪৫ হিজরিতে/৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। অভিযান দুটির মধ্য দিয়ে মুসলমানরা কার্‌ন আল-হালফায়া পাহাড়ে অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। কায়রাওয়ানের নিকটবর্তী সুসা ও জালাওলার উদ্দেশে কয়েকটি ছোট অভিযানও প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবনে হুদাইজ ওই এলাকাগুলোতে কোনো সুরক্ষা-বাহিনী নিযুক্ত না করেই মিসরে ফিরে আসেন।

খলিফা মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ৫০ হিজরিতে/৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে উকবা বিন নাফে আল-ফিহরিকে ইফ্রিকিয়ায় নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তখন লিবিয়ার বারকা[১৫]য় ছিলেন। তিনি বাইজানটিয়ান ও বার্বারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খলিফার নির্দেশে তিনি মরুভূমির মধ্য ইফ্রিকিয়ায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ছিল ১০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী। তিনি কায়রাওয়ান দখল করে নেন এবং ওখানে সেনাশিবির স্থাপন করেন। এই সেনাশিবিরে শহরের সব ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। চার বছর ধরে কায়রাওয়ান নগরীটি নির্মাণের কাজ চলল।[১৬] এই সময়ের মধ্যে তিনি বার্বার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি হুকুমতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। কিন্তু ৫৫ হিজরিতে/৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে উকবা বিন নাফেকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর স্থলে আবুল মুহাজির দিনারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি

আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রা.), আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.)। এ-কারণে এই যুদ্ধকে আবদুল্লাহদের যুদ্ধ বলা হয়।

[১৫] ইংরেজি বা লাতিন ভাষায় Cyrenaica বলে।

[১৬] উকবা বিন নাফেকে কায়রাওয়ান নগরীর নির্মাতা বলা হয়।

বুরনুসি[১৭] বার্বারদের নেতা কুসাইলা[১৮] কে পরাজিত করতে সক্ষম হন। বার্বাররা ইফ্রিকিয়ায় ইসলামি আরবের উপস্থিতির ঘোর বিরোধী ছিল। পরে আবুল মুহাজির দিনার কুসাইলার সঙ্গে শান্তিচুক্তি ও ঐক্যচুক্তি করেন। পরবর্তী সময়ে ৬২ হিজরিতে/৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে আবুল মুহাজিরকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর স্থলে উকবা বিন নাফেকে পুনরায় পাঠানো হয়। উকবা বিন নাফে (তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রাওয়ান থেকে উত্তর ইফ্রিকিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান এবং) পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথে রোমান ও বার্বারদের যৌথ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। একটি ছোট সেনাদল নিয়ে তিনি কায়রাওয়ানে ফিরে আসার জন্য রওনা হন। ফিরে আসার পথে বাসকারা[১৯]য় কুসাইলা ও তার রোমান মিত্রদের গুপ্ত আক্রমণের শিকার হন। তাহুদা নামক স্থানে উকবা বিন নাফে ও তাঁর সেনাদলের সবাই শত্রুদের হাতে নিহত হন। এটা ৬২ হিজরিতে/৬৮২ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। এই ঘটনার পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয় : মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং তাদেরকে কায়রাওয়ান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। (বর্তমান যে-তিউনিসিয়া তার কোনো অংশেই মুসলমানদের উপস্থিতি থাকে না।) কুসাইলা কায়রাওয়ানে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬৯ হিজরিতে/৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকে। একইভাবে রোমানরাও ইফ্রিকিয়া ও যাব অঞ্চলগুলোতে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

[১৭] কুসাইলা (Caecilius) : বার্বার ভাষায় এই শব্দের অর্থ চিতা। ৭ শতকে আলতাভা (আলতাওয়া) রাজ্যের বার্বার খ্রিষ্টানদের রাজা। আফ্রিকায় অভিযাত্রী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে শক্তিশালী বার্বার সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি পরিচিত। বাসকারা যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী মুসলমানদের পরাজিত করে এবং মুসলিম সেনাপতি উকবা বিন নাফে নিহত হন। কুসাইলা ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে নিহত হন।

[১৮] বুরনুস (البرنس أو البرنوس)-এর বহুবচন বারানিস (بَرانِسُ)। শব্দটি বার্বার ভাষা থেকে আরবি ভাষায় আত্তীকৃত। পশমের তৈরি আলখাল্লা জাতীয় দীর্ঘ মোটা পোশাক। বার্বার জাতিগোষ্ঠী এই পোশাক পরিধান করত বলে তাদেরকে উপর্যুক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[১৯] বর্তমানে আলজেরিয়ার একটি শহর।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে যুহাইর বিন কায়স আল-বালাবিকে বার্বার ও রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার জন্য পাঠানো হয়। তিনি কায়রাওয়ান পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন এবং ৬৯ হিজরিতে/৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কুসাইলা নিহত হয়। রোমানরা ৭১ হিজরিতে/৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লিবিয়ার বারকায় একটি সামুদ্রিক নৌবহর প্রেরণ করে। তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যুহাইর আল-বালাবি শাহাদাতবরণ করেন।

তারপর খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান নতুন করে হাসসান বিন নুমান আল-গাসসানি[২০]র নেতৃত্বে ৪০ হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী

[২০] উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়া সেনাবাহিনীর আমির (সেনাপতি)। ইফ্রিকিয়ায় মুসলমানদের অধিকাংশ বিজয়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়া মুসলমান কর্তৃক বিজিত হলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন হিফজ করেন, হাদিসে নববি মুখস্থ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তাঁর কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

১.বনু উমাইয়ার শাসনামলে সিরিয়া থেকে তিনিই প্রথম ইফ্রিকিয়ায় প্রবেশ করেন।

২.মুআবিয়া (রা.) তাঁকে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

৩.ইফ্রিকিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হলে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁকে ওখানে এবং বলেন, 'আমি ইফ্রিকিয়ার জন্য হাসসান বিন নুমান আল-গাসসানি ব্যতীত অন্যকাউকে যথেষ্ট মনে করি না।

৪.তাঁর সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছেছিল। এর মতো বিশাল সেনাবাহিনী আর কখনো ইফ্রিকিয়ায় প্রবেশ করেনি।

৫.তিনি স্পেনের কারতাজানা জয় করেন এবং 'বি'রুল কাহিনা' যুদ্ধে বার্বারদের সম্রাজ্ঞী আল-কাহিনাকে পরাজিত করেন।

৬.তিনি মধ্য-মাগরিবে মুসলমানদের ঘাঁটি সৃষ্টি করার জন্য তিউনিস নগরী আবাদ করেন।

৭.তাঁর সামনে থেকে রোমান সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্ররা পালিয়ে যায় এবং সিসিলি ও স্পেনে গিয়ে আশ্রয় নেই।

৮.তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সরকারি অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা করেন।

৯.তিউনিসিয়ায় জামে আয-যাইতুনা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন।

১০.মাগরিবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রেরণ করেন। ৭৫ হিজরিতে/৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে গোটা মাগরিবে[২১]র পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। তিনি ৭৬ হিজরিতে/৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্থেজে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং ওখান থেকে রোমানদের বিতাড়িত করেন। হাসসান বিন নুমান বার্বারদের মোকাবিলা করার তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তখন বার্বারদের নেতৃত্বে ছিলেন কাহিনা দিহয়া বিনতে সাবেত বিন তুফয়ান। তিনি ছিলেন জারাওয়া গোত্রের নারী। তাঁর উপাধি ছিল

[২১] মধ্যযুগে আরব ইতিহাসবেত্তাগণ মাগরিব শব্দটিকে আফ্রিকার তিনটি ভৌগলিক অংশকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতেন। ১. আল-মাগরিব আল-আদনা (ইফ্রিকিয়া ও তিউনিসিয়া), ২. আল-মাগরিব আল-আওসাত (বর্তমানে আলজেরিয়া), ৩. আল-মাগরিব আল-আকসা (বর্তমানে মরক্কো)। বর্তমানে মাগরিব কথাটি দিয়ে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হয়; ব্যাপকতর অর্থে লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীতে মাগরিব বলতে অবশ্য দেশ তিনটির যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল সেগুলোকে বোঝানো হতো। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ এবং মাল্টা দ্বীপপুঞ্জকেও মাগরিবের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে আজও আরবি ভাষার একটি মাগরিবীয় উপভাষা প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত। অ্যাটলাস পর্বতমালা এবং সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি আফ্রিকার অবশিষ্ট অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জলবায়ু, ভূমিরূপ, অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথেই বেশি জড়িত।

৭০০ শতকের শুরুর দিকে মুসলমানগণ বাইজানটিয়ান শহর কার্থেজ (বর্তমান তিউনিসিয়াতে অবস্থিত) এবং ৭১১ সাল নাগাদ স্থানীয় বার্বার জাতির লোকদের বাধা পেরিয়ে মরক্কো পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এসময় বার্বারদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয় এবং আরব সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। আরবরা মিশরের পশ্চিমের এই অঞ্চলটিকে মাগরিব ডাকা শুরু করে। আরবি ভাষায় মাগরিব শব্দটির অর্থ 'সূর্যের অস্তস্থল' বা 'পশ্চিম দিক'। মাগরিব অঞ্চলটি ৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮ম শতকের কিছুকাল পর্যন্ত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিরাজমান ছিল। এরপর আবার আল-মুহাদ (আল-মুওয়াহ্হিদুন) শাসনের সময় (১১৫৯-১২২৯) অঞ্চলটি আবার একত্র হয়। এর বহু পরে বিংশ শতাব্দীতে এসে ১৯৮৯ সালে উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলো 'আরব মাগরিব ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করে। মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মৌরিতানিয়া এই জোটের সদস্যরাষ্ট্র। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি এ-জোটকে একটি আরব মহারাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যেখানে সদস্য দেশগুলো একটি সাধারণ বাজারের আওতায় আসার কথা। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইউনিয়নের যৌথ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে।

মালিকাতুল আওরাস বা আওরাস (পর্বতমালা)-এর[২২] রানি। কিন্তু মুসলমানগণ আওরাস পর্বতমালার আযারি উপত্যকার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ফলে হাসসান বিন নুমানকে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কাবেসের দিকে ও সেখানে বারকার দিকে পিছু হটতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কাহিনা ইফ্রিকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। ...কিন্তু হাসসান বিন নুমান ৮২ হিজরিতে/৭০১ খ্রিষ্টাব্দে বার্বারদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হন এবং তিনি কাহিনাকে হত্যা করেন। তারপর নতুনভাবে কায়রাওয়ানে ফিরে আসেন এবং ইফ্রিকিয়ার ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তারের প্রস্তুতি নেন।

হাসসান বিন নুমান বিজিত একালাগুলো সুশৃঙ্খল করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বার্বারদেরকে একটি শৃঙ্খলিত অবকাঠামোরূপে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে ইসলামের বলয়ে আরবদের সঙ্গে বার্বারদেরকে সংশ্লেষ করতে সহজ হয়। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক হাসসান বিন নুমানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে মুসা বিন নুসাইরকে নিযুক্ত করেন। মুসা বিন নুসাইর কায়রাওয়ানকে তাঁর রাজধানী ঘোষণা করেন। ৮৬ হিজরির/৭০৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ইফ্রিকিয়ার দেশগুলো মিসর থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন শাসনে যুক্ত হয়। ইফ্রিকিয়ার অবশিষ্ট এলাকা ও স্পেনের দিকে মুসলমানদের ছড়িয়ে পড়ার জন্য কায়রাওয়ান ছিল মূল ঘাঁটি।

কার্থেজ পুনরায় তার দাপট ও ঐশ্বর্য ফিরে পায়নি; বরং তা তিউনিসিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দরে পরিণত হয়। এরপর থেকে তা ছিল সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির দিকে অভিযান প্রেরণের কেন্দ্র। মুসলমানগণ সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকাগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তাঁরা স্থলভাগের দিকে এগিয়ে গেলে এবং বার্বার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের আকিদা ও বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার ঘটালেন। ওই সময় থেকে মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়সমূহে বার্বাররাই ছিল অভিযানের পুরোভাগে। বিশেষ করে স্পেনে তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করেছিলেন।

[২২] Aurès Mountains

কায়রাওয়ান নগরীতে ইসলামের কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কিন্তু ইসলামের লালনস্থল ও ইসলামি শাসনের কেন্দ্র প্রাচ্য থেকে ইফ্রিকিয়ার দূরত্ব ছিল বেশি; ফলে ওখানে নানা ধরনের ইসলামি উপদলের (ফেরকা) উদ্ভব ঘটেছিল, যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্গত ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো খারেজি ফেরকা ও তাদের চিন্তাধারা। তা সত্ত্বেও এই কালপর্ব আরব গোত্রসমূহের প্রতিনিধিদলের তিউনিসিয়া গমন ও সেখানে তাদের অবস্থানের ফলে নগরায়ণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার বড়-রকম উৎকর্ষের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

কায়রাওয়ান ১৩২ হিজরি/৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের ও পরে আব্বাসীয় অনুগামী ইফ্রিকিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে থাকে। এই সময়ের মধ্যে এই এলাকা স্বাধীন শাসন লাভ করেনি। ১৮৪ হিজরিতে/৮০০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুনুর রশিদের সিদ্ধান্তক্রমে আগলাবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহিম ইবনুল আগলাবে[২৩]র নেতৃত্বে ইফ্রিকিয়ায় স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার দ্বারা ইবরাহিম ইবনুল আগলাব যা চেয়েছিলেন তা হলো পশ্চিম ইফ্রিকিয়ায় ক্রমবর্ধমান খণ্ডরাষ্ট্রগুলোর সামনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। আগলাবি রাজবংশের শাসনব্যবস্থা এক শ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। আগলাবি রাজবংশের শাসনকালে সাংস্কৃতিক জীবনে বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং কায়রাওয়ান আলোকায়নের (Enlightenment) কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই কালপর্ব নিজেই সাক্ষী রয়েছে যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা হয়েছে। নৌবাহিনী গঠনের অব্যবহিত পরেই এ-বাহিনীর সাহায্যে আসাদ ইবনুল ফুরাত[২৪] সিসিল দ্বীপ জয় করতে সক্ষম হন।

২৯৬ হিজরিতে/৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কো অঞ্চলে (আল-মাগরিব) উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির আবির্ভাব ঘটে। তিনি উবায়দিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

[২৩] ইবরাহিম ইবনুল আগলাব (১৪০-১৯৬ হিজরি, ৭৫৭-৮১২ খ্রিষ্টাব্দ) : ইফ্রিকিয়া অঞ্চলে আগলাবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তারা আব্বাসি খিলাফতের অনুগামী ছিল।

[২৪] আবু আবদুল্লাহ আসাদ ইবনুল ফুরাত বিন সিনান (৭৫৯-৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ) : মালিস বিন আনাস (রহ.)-এর ছাত্র এবং কায়রাওয়ানের কাজি।

(মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে একে ফাতেমি সাম্রাজ্য বলা হয়।) এটি ছিল নিকৃষ্ট সাম্রাজ্য যা শিয়াদের ইসমাইলি মতাদর্শ আঁকড়ে ধরেছিল। উত্তর ইফ্রিকিয়ায় উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে এবং তিউনিসিয়া পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি তারা আগলাবি রাজবংশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে আগলাবি শক্তিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের/২৯৬ হিজরির ২০ রবিউস সানি রোজ বৃহস্পতিবার উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তিউনিসিয়ার রাকাদা[২৫] নগরীতে প্রবেশ করেন। তার আগেই রাকাদা থেকে আগলাবি শাসক তৃতীয় যিয়াদাতুল্লাহকে উৎখাত করা হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ রাকাদা নগরী থেকে তিউনিসিয়ায় উবায়দি শাসনের গোড়াপত্তন করেন।

তিউনিসিয়ায় উবায়দি শাসকদের শাসন ৬৪ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। ৩৫৮ হিজরিতে/৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উবায়দি শাসকগণ মিসর দখল করে নিতে সক্ষম হন। ৩৬১ হিজরিতে/৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের রাজধানী মিসরে স্থানান্তরিত করেন।

উবায়দি শাসকগণ মিসরে চলে যাওয়ার সময় ইফ্রিকিয়ায় বার্বার বংশোদ্ভূত একজন আমিরকে নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম ছিল বুলুগিন বিন যিরি বিন মানাদ বিন আস-সানহাজি[২৬]। বুলুগিন দেশের সীমান্তে ক্রমবর্ধমান গোত্রীয় নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ শক্তহাতে দমন করতে সক্ষম হন। এতে তাঁর শাসনক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয় এবং তিনি উবায়দি শাসকদের থেকে প্রাপ্ত বিশাল ভূখণ্ড সুরক্ষায় পারঙ্গমতার পরিচয় দেন।

একাদশ শতাব্দীর শুরুতে আশিরে[২৭]র গভর্নর হাম্মাদ ইবনে বুলুগিন সানহাজি সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়।

[২৫] আগলাবি রাজবংশের দ্বিতীয় রাজধানী। কায়রাওয়ান থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

[২৬] পুরো নাম : আবুল ফুতুহ সাইফুদ্দাওলা বুলুগিন বিন যিরি বিন মানাদ আস-সানহাজি (أبو الفتوح سيف الدولة بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي : بلكين বা بلقين শব্দের উচ্চারণ সাধারণত 'বুলুগিন' (Buluggin) করা হয়। যিরি রাজবংশের প্রথম শাসক।

[২৭] বর্তমানে আলজেরিয়ার একটি শহর।

সানহাজি শাসকেরা একটু একটু করে মধ্য মাগরিবের (আলজেরিয়ার) এক বিরাট অংশ হাতছাড়া করে ফেলে। অবশেষে তাদের সাম্রাজ্যের নামটুকু কেবল তিউনিসিয়া ও সিসিলি দ্বীপের ওপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট থাকে। সানহাজিদের শাসনামলে গোটা অঞ্চল নগরায়ণ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে বিপুল উন্নতি লাভ করেছিল। সেচমাধ্যম ও সেচব্যবস্থা বিস্তারের কল্যাণে দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র অভূতপূর্ব শস্যফলন হচ্ছিল। বহু সংখ্যক অট্টালিকা, গ্রন্থাগার, প্রাচীর ও দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। ফলে তাদের রাজধানী কায়রাওয়ান শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

৪৩৬ হিজরিতে/১০৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সানহাজি শাসক মু'ইয ইবনে বাদিস[২৮] কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত উবায়দি খেলাফত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং একইসঙ্গে বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এতে উবায়দি খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মন্ত্রী আবু মুহাম্মদ হাসান আল-ইয়াযুরির পরামর্শক্রমে মিসরের মাটিতে যে-সকল বেদুঈন গোত্র স্থায়ী আবাসস্থল তৈরি করেছিল তাদের তিউনিসিয়ার দিকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ-সকল বেদুঈন গোত্রের (যাদের ভিত্তি ছিল বনু হিলাল ও বনু সুলাইম) বিতাড়ন সানহাজি সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ছিনতাই ও লুণ্ঠনে জর্জরিত হয়ে তাদের রাজধানী বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। হিলালি বংশধারাগুলোর আবাসভূমি ত্যাগের পর গোটা অঞ্চল কয়েক ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বনু খুরাসানের আমিরাত (রাজত্ব), বনু ওয়ারদের রাজ্য ও বনু রান্দের রাজ্য। সানহাজি শাসকেরা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয় এবং মাহদিয়া[২৯]কে তাদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে।

[২৮] আল-মু'ইয ইবনে বাদিস ইবনে মানসুর ইবনে ইবনে বুলুগিন আস-সানহাজি (৩৯৮-৪৫৪ হিজরি/ ১০০৮-১০৬২ খ্রিষ্টাব্দ) : যিরি রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ইফ্রিকিয়া ও কায়রাওয়ানে তাঁর আমিরাত (রাজত্ব) ৪৭ বছর টিকে ছিল। যিরি রাজবংশের একক শাসনের এটি সর্বোচ্চ সময়।

[২৯] তিউনিসিয়ার উপকূলীয় শহর।

৪৫২ হিজরিতে/১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে নর্মানরা[৩০] সানহাজি সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে সিসিল দ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর থেকে গোটা অঞ্চল তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে। ৫২৯ হিজরিতে/১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় রোগার[৩১] জার্বা দ্বীপ[৩২] দখল করে নিতে সক্ষম হন। এরপর তিনি ৫৪৩ হিজরিতে/১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাহদিয়া, সোসা (Sousse)[৩৩] ও স্ফাক্স (Sfax)[৩৪] দখল করে নেন। তখন সম্রাট হাসান বিন আলি আস-সানহাজি দখলদারদের বিতাড়িত করার জন্য মাগরিবে আল-মুহাদ সাম্রাজ্যে[৩৫]র প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মুমিন বিন আলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে আল-মুহাদ শাসকগণ নর্মানদের থেকে তিউনিসিয়ার দখলকৃত সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। এর ফলে তাঁরা আরবি মাগরিবের অধিকাংশ অঞ্চল ও স্পেনের একটি অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

তারপর ৬০৩ হিজরিতে/১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুহাদ শাসকগণ ইফ্রিকিয়ায় তাঁদের একজন অনুসারীকে আমির/গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ বিন আবুল ওয়াহিদ বিন আবু হাফস, অর্থাৎ শায়খ আবদুল ওয়াহিদ বিন আবু হাফসের পুত্র। তাঁর দাদা আবু হাফস উমর বিন ইয়াহইয়া আল-

[৩০] নর্মান জাতি : নর্মান জাতি ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আগত ভাইকিং দস্যুর দল। এরা ৯ম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ফ্রান্সের নরমঁদিতে বাস করা শুরু করে। সেখান থেকে এরা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপ বিজয় করে।

[৩১] দ্বিতীয় রোগার (Roger II, 22 December 1095- 26 February 1154) : সিসিলির রাজা। কাউন্ট অব সিসিলি হিসেবে তিনি তাঁর শাসন শুরু করেছিলেন।

[৩২] জার্বা (Djerba) :উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দ্বীপ; আয়াতন ৫১৪ বর্গ কিলোমিটার।

[৩৩] আরবিতে বলা হয় سوسة (সুসা)। তিউনিসিয়ার একটি শহর। রাজধানী তিউনিস থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

[৩৪] আরবিতে বলা হয় صفاقس (সাফাকিস)। তিউনিসিয়ার একটি শহর। রাজধানী তিউনিস থেকে ২৭০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

[৩৫] আদ-দাওলাতুল মুওয়াহহিদা।

হানতানি ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুমার্‌ত[৩৬]-এর দাওয়াতি অভিযানে তাঁর অন্যতম সহচর।

আবু মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহিদের পুত্র আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন হাফস সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে একক পদাধিকার অর্জনে সক্ষম হন এবং ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের (৬২৬ হিজরির) ডিসেম্বর মাসে আল-মুহাদ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দেন। আবু যাকারিয়া তিউনিস শহরকে তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য 'সুলতান' উপাধি নির্ধারণ করেন। ৬৪৭ হিজরিতে/১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আবু যাকারিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মুসতানসির। তিনি ৬৫৩ হিজরিতে/১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ঘোষণা করেন।

তারপর ৬৬৮ হিজরিতে/১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে গোটা অঞ্চল ক্রুসেড যুদ্ধে আক্রান্ত হয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই (Louis IX of France) অষ্টম ক্রুসেড আক্রমণের (Eighth Crusade) মধ্য দিয়ে তিউনিসিয়ায় ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করেন। আল-মুসতানসিরের মৃত্যুর পর ৬৭৫ হিজরিতে/১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনবিরোধী বেশ কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর কয়েকটি বিদ্রোহ। আবু যাকারিয়া আবু বকরের শাসনামলের পূর্বে গোটা রাজ্যকে একই শাসনাধীন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তারপর আবুল আব্বাস আহমদ ও আবু ফারিস আবদুল আযিরে শাসনামলে তিউনিসিয়া রাজ্য তার হৃত গৌরব ও ঐশ্বর্য ফিরে যায়। এই দুইজনের শাসনামলে গোটা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্র-চলাচলের বিপ্লব ঘটে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (হিজরি নবম শতাব্দীতে) তিউনিসিয়া বিপর্যকর অবস্থায় প্রবেশ করে। রাষ্ট্রকে বহুসংখ্যক যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়। ৯১৬ হিজরিতে/১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়া স্পেনের আক্রমণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

[৩৬] মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়াজলিদ বিন ইয়ামসাল, ইবনে তুমার্‌ত আল-মাহদি নামে বিখ্যাত। জন্ম ৪৭১ বা ৪৭৪ হিজরিতে এবং ৫২৪ হিজরির ১৩ই রমজান। আশআরি মতবাদ প্রচারে তাঁর রচনাবলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আশআরি চিন্তাধারার সঙ্গে ইবনে হায্‌ম আয-যাহেরির চিন্তাধারার সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন।

হাফসিয়া সাম্রাজ্য ৯৪১ হিজরিতে/১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে প্রবেশ করে। সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-হাসান ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই রশিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রশিদ তুরস্কের উসমানি শাসকদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন। উসমানি সেনাবাহিনী খায়রুদ্দিন বারবারুসার নেতৃত্বে হাফসিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ফলে সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-হাসান স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। চার্লস সুলতানের সাহায্যার্থে ৩৩ হাজার যোদ্ধা ও ৪০০ যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। অবশ্য এর জন্য তিনি পাপাল রাষ্ট্রপুঞ্জ[৩৭], জিনোয়া প্রজাতন্ত্র[৩৮] এবং সভরেইন মিলিটারি অর্ডার অফ মাল্টা[৩৯]-এর সঙ্গে জোট গঠন করেছিলেন। স্পেন ১৬ই জুন রাজধানীর উত্তরে নিম্নভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা হালকুল ওয়াদি বন্দর[৪০] দখল করে নেয়। ২১ শে জুলাই তারা রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সুলতান আবদুল্লাহ আল-হাসান পুনরায় সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু তিনি চার্লসের সঙ্গে একটি চুক্তিতে সম্মত হতে বাধ্য হন; এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিউনিসিয়া কার্যকরভাবে স্পেনের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে যায়।

পরবর্তী বছরগুলোতে স্পেন ও তার মিত্রসমূহ এবং উসমানি সুলতানদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে ৯৮২ হিজরিতে/১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি সেনাবাহিনী তিউনিস যুদ্ধে স্পেনিশদের ওপর বিজয় লাভ করে এবং তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তিউনিসিয়া থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।

[৩৭] পাপাল রাষ্ট্রপুঞ্জ (Papal States) : পোপের সার্বভৌম শাসনাধীন ইতালির দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে পাপাল স্টেট বলা হতো।

[৩৮] জিনোয়া প্রজাতন্ত্র (The Republic of Genoa) : ইতালির উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে লিগুরিয়ায় ১০০৫ থেকে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান স্বাধীন রাষ্ট্র।

[৩৯] মাল্টার সার্বভৌম সামরিক আদেশ (Sovereign Military Order of Malta) : ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এই মিলিটারি অর্ডারের আদর্শবাণী বা মূলমন্ত্র ছিল Defence of the faith and assistance to the poor (বিশ্বাসের সুরক্ষা ও দরিদ্রদের সহায়তা)।

[৪০] Port of La Goulette, Tunis, Tunisia.

তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাস

তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছে ৯৮২ হিজরিতে/১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসীয় অঞ্চলগুলো উসমানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি ১২৯৮ হিজরিতে/১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি তত্ত্বাবধানের নামে ফ্রান্সের দখলদারত্ব পর্যন্ত।

এই কালপর্বকে তিনটি শাসনামলে ভাগ করা যায় :

১। পাশাদের[৪১] শাসনামল : এই সংক্ষিপ্ত কালপর্ব; এর ব্যাপ্তি হলো ৯৮২-৯৯৯ হিজরি/১৫৭৪-১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিউনিসিয়ায় একজন প্রশাসক থাকতেন যাকে সরাসরি উসমানি সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হতো।

২। দায়িদের[৪২] শাসনামল : এটিও সংক্ষিপ্ত কালপর্ব; এর ব্যাপ্তি প্রায় চার যুগ, ৯৯৯-১০৩৯ হিজরি/১৫৯১-১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কালপর্বের শুরুতে কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তিউনিসিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করা হতো। ...এরপর ১০০৬-১০১৯ হিজরি/১৫৯৮-১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিউনিসিয়া শাসক করে দাঈ উসমান। তাঁর পরে আসেন দাঈ ইউসুফ, তিনি ১০১৯-১০৪৮ হিজরি/১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।

৩। বেগদের[৪৩] শাসনকাল : সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তিউনিসিয়ার শাসনে পরিবারতন্ত্রের সূচনা ঘটে। উত্তরাধিকার সূত্রে দুটি পরিবার শাসনক্ষমতা ভোগ করে। প্রথমত মুরাদি পরিবার ১১১৪ হিজরি/১৭০২

[৪১] উসমানি সাম্রাজ্যে বীরত্বসূচক উপাধি। উসমানি সুলতান প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, জেনারেল, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকদের এই উপাধি দিতেন।

[৪২] দায়ি (তুর্কি ভাষায় : dayi) : এই উপাধি মূলত প্রয়োগ করা হতো উসমানি জানিসারি সেনাপতির ক্ষেত্রে, পরে তা ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজের একটি কর্তৃত্বের পদবিও হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তিউনিসিয়ায় ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ, আলজেরিয়ায় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ এবং পশ্চিম ত্রিপোলিতে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের শাসকদের জন্য এই উপাধি চালু থাকে। সামরিক, ধর্মীয় ও নাগরিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চতর কমিটির সদস্যগণের পক্ষ থেকে আজীবনের জন্য দাঈ মনোনীত করা হতো।

[৪৩] বে, বেক বা বেগ : একটি তুর্কি উপাধি। মূল অর্থ হলো গোত্রকর্তা। তারপর এই উপাধির উৎকর্ষ ঘটে এবং তা কোনো এলাকার শাসকের জন্য প্রযুক্ত হতে থাকে। সামরিক পদবির জন্যও শব্দটির ব্যবহার চালু হয়। উসমানি যুগে তিউনিসিয়ার শাসকদের ক্ষেত্রে এই উপাধি প্রয়োগ করা হয়।

খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিউনিসিয়া শাসন করে। তারপর দুটি বছর (১১১৪-১১১৭ হিজরি/১৭০২-১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) কাটে যুগসন্ধিক্ষণে; তারপর হুসাইনি পরিবার রাজ্যক্ষমতা দখল করে। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই পরিবার তিউনিসিয়া শাসন করে। এই পরিবারই বারদো চুক্তি[৪৪]তে স্বাক্ষর করে এবং এই চুক্তির শর্তাবলির ফলেই তিউনিসিয়া ফ্রান্সের কলোনিতে পরিণত হয়।

[৪৪] বারদো চুক্তি বা কাসরুস সাঈদ চুক্তি : ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এক পক্ষে স্বাক্ষর করেন তিউনিসিয়ার বেগ মুহাম্মদ আস-সাদিক এবং অপরপক্ষে স্বাক্ষর করেন তিউনিসিয়া-সুরক্ষা-সংক্রান্ত ফরাসি কর্তৃপক্ষ।